বন্ধন

উস্তাদ নোমান আলী খান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

পরিবার মানেই কতক হৃদয়ের সামষ্টিক মেলবন্ধন, আত্মিক টানে একত্রে বসবাস। যেখানে আছে জীবনের সহজাত প্রবাহ, আছে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা। আছে উষ্ণ আবেগ, অভিমান এবং যত্ন-আত্তি-পরিচর্যার সম্মিলন। পারিবারই মানুষের প্রথম পাঠশালা। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় পারিববারিক কাঠামোর এক বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। মজবুত ইসলামি সমাজব্যবস্থা মূলত পারিবারিক ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চলমান বিশ্বায়নের তথাকথিত প্রগতি ও আধুনিকতার প্রভাবে পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাপনাতেও আঘাত আসছে। অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামি সমাজের প্রাথমিক এই ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে পরিবার। সাথে ভাঙছে হৃদয়ের বন্ধন! এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

উস্তাদ নোমান আলী খান এই চ্যালেঞ্জকে মুসলমানদের সামনে এনেছেন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রতিনিয়ত ব্যাপারগুলো খোলাসা করছেন। সমসাময়িক ইস্যু, মুসলিম মানসের সংকট, তরুণ প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ ও সংকটকে অনুপম ভাষায় সহজবোধ্য করে উপস্থাপনায় উস্তাদ নোমান আলী খান অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছেন। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের তরুণদের মাঝেও তিনি দারুণ জনপ্রিয়। ইউটিউবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উস্তাদের অনেক ভিডিও বক্তব্য আছে। বাংলাদেশে একদল তরুণ ওনার ভিডিওগুলোকে বাংলায় ডাবিং করে বাংলাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করে যাচ্ছে। একইসাথে তারা ভিডিও বক্তব্যগুলোকে লেখ্যরূপে পাঠকদের জন্য প্রস্তুত করছে। পারিবারিক জীবনসংক্রান্ত উস্তাদের বিভিন্ন আলোচনার সংকলন ‘বন্ধন’ নামক গ্রন্থ ‘NAK BANGLA’ সিরিজের প্রথম পরিবেশনা।

একজন বক্তার বক্তৃতাকে লিখিতরূপে প্রকাশ করার কাজটা সত্যিই অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জের। তরুণ অনুবাদক মাসুদ শরীফ ভাই বক্তব্যগুলোর সাহিত্যিক মান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। বক্তব্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় চলে আসে। আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার চেষ্টা করেছি। তরুণ আলেম আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ভাই বইটির শারঈ সম্পাদনা করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আমি ‘ন্যাক বাংলা টিম’-কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। দ্বিনের পেরেশানি থেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে তারা দুর্দান্ত কাজ করছেন। এই বইকে ছাপার অক্ষরে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে অনেকেই পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। প্রত্যাশিত পারিবারিক বন্ধন গড়তে বইটি দারুণ ফলপ্রসু হবে বলে আমার বিশ্বাস। বারাকাল্লাহ ফিহি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

আমাদের কথা

পরিবার একটি রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক। পরিবারের ভিত যত দৃঢ় হবে, আমাদের সমাজও তত বেশি শক্তিশালী হবে। কিন্তু এই ভিত্তি দুর্বল হলে গোটা সমাজ পতনের গহ্বরপানে ছুটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠা নানান সম্পর্কের মাঝে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের হলো পারিবারিক বন্ধন। আর এই বন্ধনে আবদ্ধ সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি পরিবারের সদস্য হিসেবে আল-কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা এঁকে দিয়েছেন।

ইসলামের আত্মিক শান্তি ও সামাজিক শীতলতা যদি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে শুরুতেই ইসলামকে আমাদের পরিবারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলামের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তখনি, যখন প্রত্যেক মুসলিম সন্তান বড়ো হবে ইসলামকে তার হৃদয়ে ধারণ করে। পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে তখনই, যখন পরিবারের সদস্যরা অন্যায় থেকে বিরত থাকবে। বাবা-মা তার সন্তানের হক নষ্ট করবে না, আবার সন্তান তার বাবা-মায়ের প্রতি নীতিপরায়ণ হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দুর্বলতার সুযোগ নেবে না; বরং একজন আরেকজনের ঢালস্বরূপ হবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজে ইসলামের দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসরণ তো হচ্ছেই না; বরং কুরআনের আয়াত অপব্যবহার করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন, নিজ কর্তব্য পালন না করে কেবল অধিকারের কথা বলছেন, অভিভাবক সন্তানের ওপর তাদের অন্যায্য সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন।

মুসলিম পরিবারকে এসব অনাচার থেকে রক্ষা করার তাগিদ থেকেই উস্তাদ নোমান আলী খান পরিবারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন আয়াতের আলোকে বিভিন্ন সময়ে কিছু বক্তব্য দিয়েছেন; যার সংকলিত রূপ হচ্ছে এই ‘বন্ধন’ বইটি।

যেকোনো পরিবারের যাত্রা শুরু হয় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। এই বন্ধন একটি পবিত্র বন্ধন। যার পরতে পরতে রয়েছে বরকতের ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের সমাজে এই বরকতময় বন্ধনের শুরুটা হয় নানা রকম বরকতহীন কাজের মধ্য দিয়ে। সুন্নাহ পরিপন্থি নানাবিধ কার্যকলাপ ও রসম-রেওয়াজ পালন করার মাধ্যমে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত বরকতময় এই বিবাহ-বন্ধনে আর বরকত থাকে না। এর পরিণতি হলো সংসার জীবনে নানাবিধ ঝগড়া-কলহ আর অশান্তি। ক্ষেত্র বিশেষে ডিভোর্স, ছাড়াছাড়ি।

উস্তাদ আমাদের সমাজে বর্তমানে বিয়ে নিয়ে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং নবিজির সুন্নাহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নবিজির উম্মতের কাউকে আমরা ছুড়ে ফেলে রাখি না। সমাজের কোনো অংশকে অচল রেখে গোটা সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন এবং সমাজে তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখা ভ্রান্তির কথা তুলে ধরেছেন।

আবার বিয়ে নিয়ে নারীদের মতামতকে গ্রাহ্য না করা, তাদেরকে কাঁধের বোঝা মনে করার মতো ধারণারগুলোরও অপনোদন করেছেন। তাদেরকে সমাজের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়াটা অন্যায়। বিয়ে একটি পবিত্র বন্ধন, যেখানে আল্লাহর রহমত থাকে। কিন্তু আমাদের নানান ভুলের কারণেই আমরা এই রহমতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হই। তাই বিয়ের সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সকলকেই জানতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সহযোগিতায় বিয়ের সম্পর্ক টিকে থাকে। তাই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাঝে যথেষ্ট স্বচ্ছতা, বিশ্বাস এবং সম্মান থাকা প্রয়োজন। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা স্বামীকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্যও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। পারস্পরিক দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা আসে তখনই, যখন আমরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠি অথচ নিজের কর্তব্যের ব্যাপারে বেখবর থাকি। বিয়ের সম্পর্ককে যখন আমরা নিছক ডেটিং-এর মতো ভাবি। আমরা কেবল উপভোগ্য সময়গুলো কামনা করি আর দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে পালানোর বাহানা খুঁজি।

আবার পুরুষ সমাজের অনধিকার চর্চার প্রতিও উস্তাদ ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে তারা স্ত্রীর ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত, নিজেদের কর্তব্য চাপিয়ে দিতে চায়। তারা স্ত্রীকে শ্বশুর-শাশুড়ির চাকর বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আসলে কতখানি? স্বামী চাইলেই কি গর্ভপাত করতে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারেন? স্ত্রী হিজাব করতে না চাইলে স্বামীর কী করণীয় থাকতে পারে? একজন স্বামী কীভাবে কারও অধিকার ক্ষুণ্ন না করে বাবা-মা আর স্ত্রী সবার প্রতি ন্যায়পরায়ণ থাকবে?

সংসারে শান্তি বজায় রাখতে স্বামীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত, কুরআনের আলোকে সে সম্পর্কে উস্তাদ আলোচনা করেছেন।

আবার স্ত্রীদের সম্পর্কে বলেছেন, দাম্পত্য জীবন সুখে ভরিয়ে রাখতে তাদের কী করণীয়। স্বামীর আগমনে তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানোর গুরুত্ব, তার সামনে নিজের সাজসজ্জার প্রতি যত্নবান হওয়া, তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় আচরণ করা ইত্যাদি ছোটো ছোটো কাজ, যা আমরা করতে ভুলে যাই। অথচ এগুলোই হৃদয় জয় করার হাতিয়ার, সাংসারিক সুখের তুচ্ছ অথচ বিরাট বাহন।

স্বামী-স্ত্রী যখন বাবা-মা হন, তখন তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হয়। কারণ, তাদের কথা কাটাকাটি, একে অপরের প্রতি বিরূপ আচরণ সন্তানের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। মা-পিতার কাছেই সন্তান শিখে ফেলে কীভাবে অপমান কিংবা জোর করে নিজের উদ্দেশ্য সফল করা যায়। সন্তানকে নামাজ আদায়ের শিক্ষা যেমন পরিবার দেবে, তেমনি তার নৈতিক মূল্যবোধও পরিবার থেকে পাওয়া শিক্ষার ফলেই গড়ে উঠবে।

যদিও সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি জানি। অতীতের সমাজ আর এই সমাজ খুবই ভিন্ন। বর্তমান সমাজে লোভ-লালসা, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি সর্বত্র। এই সমাজে বিশেষত; পশ্চিমা বিশ্বে সন্তানের ঈমান যদি মজবুত করে গড়ে তোলা না হয়, তাহলে ধর্মান্তরিত হতে দ্বিধাবোধ করবে না। আর আমরা আমাদের সন্তান পালনে ব্যর্থ হলে উত্তরাধিকার সূত্রে এই ব্যর্থতা পরবর্তী সকল প্রজন্মকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। তাই সন্তান কার সাথে কথা বলছে, কার সাথে মিশছে, এগুলো জানার জন্য মা-বাবাকে সন্তানের উত্তম বন্ধু হতে হবে। তার মনের কথা জানতে হবে, তাকে বুঝতে হবে। নিজেদের ব্যস্ততার বাহানা বানিয়ে আমরা সন্তানকে দূরে ঠেলে দিই, বিভিন্ন গ্যাজেট তার হাতে ধরিয়ে দিই। শিশু বয়সে সন্তানের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীকালে তা কী ভয়ানক পরিণতি আনতে পারে, তার উদাহরণ সমাজে অগণিত।

সন্তানকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে, নামাজ আদায়ের প্রতি মনোযোগী হতে শিশুকাল থেকেই চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু সেই চেষ্টা বকাঝকা আর মারধর করে নয়। তাদেরকে ইসলামের কাছে টানার বিভিন্ন কৌশল নিয়েই উস্তাদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী প্রজন্মকে পতনের হাত থেকে রক্ষার্থে আমাদের কুরআনের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলদের সন্তান পালনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা যখন মানবজাতির ইমাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রথম দুআ ছিল পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে। কারণ, যদি প্রজন্মান্তরে ইসলামের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে পারি, তবেই আমরা ইসলাম প্রচারে সফল হব, নয়তো ইমাম হিসেবে আমরা ব্যর্থ। কুরআনে উল্লেখ আছে ইয়াকুব (আ.)-এর কথা, কীভাবে তিনি শিশু ইউসুফের স্বপ্নকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাকে আরও বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কুরআন দেখিয়েছে, নবির সন্তানেরাও নিজেদের ভাই-বোনের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। নবির সন্তানেরাও পথভ্রষ্ট হতে পারে। তাই আমরাও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি, যা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে আসেনি; বরং আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন। সন্তান লালন-পালনে আমাদের আল্লাহর দেখানো পথে চলার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা এবং সন্তানের মঙ্গলের জন্য, তাকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দুআ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

নিঃসন্দেহে সন্তান লালন-পালনের গুরুদায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, সেই মা-বাবা আমাদের সর্বোচ্চ সম্মানের দাবিদার। মা-বাবা আমাদের জন্য তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, অথচ আমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সময়টুকু পর্যন্ত দিই না। আমরা আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করি না। কথা বলার সময় অন্যমনস্ক থাকি, তাদের আবেগ-অনুভূতিকে ছোটো করি, অসম্মান করি। তারা আমাদের প্রতি যতটা দয়াপরবশ ছিলেন, আমাদেরও তাদের প্রতি ঠিক ততটাই সহনশীল হতে হবে । কারণ, বাবা-মায়ের দুআ নিয়ে এবং তাদের সেবা করেই আমরা পৌঁছতে পারি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাতে। যেখানে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কেউ নিরাশ হবে না, সকলের জন্যেই থাকবে তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার।

পারিবারিক বন্ধনগুলোর প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া কতটা প্রয়োজনীয়, তা যদি উপলব্ধি করা যায়, তবেই এই বইয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে। নিজেদের মধ্যে অহরহ যেসব ঝগড়া-বিবাদ হয়, সেগুলো কৌশলী উপায়ে কীভাবে এড়িয়ে চলা যায়, কীভাবে আমাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা যায়, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করা যায়, তার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে এই ‘বন্ধন’-এর গাঁথুনিতে।

বিনীত
এন. এ. কে বাংলা টিম

সূচিপত্র

বাবা ও কাকের গল্প	১৩
সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য	১৭
সবার আগে পরিবার	২৩
সন্তান প্রতিপালন	২৯
জোর করে বিয়ে	৩৪
গর্ভপাত	৩৭
বিয়ে : পছন্দ-অপছন্দ ও চাপানো	৪১
পতনপূর্ব অহংকার	৪৪
মা-বাবার সাথে	৪৯
বিধবা বিয়ে : ভুলে যাওয়া সুন্নাহ	৫৫
কীভাবে সন্তানদের নামাজের জন্য উৎসাহিত করবেন	৫৮
স্ত্রী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি	৬০
আপনার সন্তানকে সময় দিন	৬৪
পুরুষেরা জান্নাতে হুর পাবে, নারীরা কী পাবে	৬৬
ইসলামে স্ত্রীর অধিকার	৭২
বিয়ে আর ডেটিং কি এক	৭৭
আমার স্ত্রী হিজাব করছে না, কী করব	৮২
সন্তানকে কীভাবে ইসলামের শিক্ষা দেবেন	৮৪
সন্তানহীনতা কি আল্লাহর শাস্তি	৯৫
অর্ধাঙ্গিনি না কষ্টাঙ্গিনি	৯৮
ব্যর্থ প্রজন্মের লক্ষণ	১০০
সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব	১০৫
আমার সবচেয়ে প্রিয় দুআ	১১১
দেশি বিয়ে	১১৫
ইবরাহিম (আ.)-এর সন্তান ভাবনা	১১৭
উস্তাদ নোমান আলী খান-এর জীবনী	১৩১
পরিশিষ্ট : শারঈ সম্পাদকের কথা	১৩৭
পরিশিষ্ট : নোমান আলী খানের কাজসমূহ যেখানে পাবেন	১৪০
পরিশিষ্ট : বায়্যিনাহ টিভি কী	১৪১

বাবা ও কাকের গল্প

এক

আমার শিক্ষক একবার একটি গল্প বলেছিলেন।

এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে পার্কে হাঁটছিলেন। ছেলেটির বয়স ছিল দুবছর। সে গাছের ওপর একটি পাখি দেখে বলল, ‘বাবা এটা কী?’

‘এটা একটা কাক।’ বাবা উত্তর দিলো।

‘বাবা এটা কী?’ আবার প্রশ্ন।

‘কাক বাবা।’ বাবার আবার উত্তর।

‘আচ্ছা ঠিক আছে। বাবা এটা কী?’ একটু হেঁটে আবার প্রশ্ন।

‘এটাও একটা কাক।’ বাবা হেসে উত্তর করল।

‘ও কা...ক। আর ওটা?’ আবার প্রশ্ন।

‘ওটাও কাক।’ বাবার উত্তর।

এভাবে দশ মিনিট ছেলেটি বাবাকে একই প্রশ্ন করে গেল। বাবা ৩০ বার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বাড়িতে ফিরে তিনি ছোটো একটা ডায়েরিতে পুরো ঘটনাটা লিখে রাখলেন, ‘আমার ছেলে আজ পার্কে হাঁটার সময় একটি কাককে নিয়ে ৩০ বার প্রশ্ন করেছে। অসম্ভব সুন্দর এক স্মৃতি।’

ত্রিশ বছর পর...

ছেলের বয়স এখন ২ বছর না, বত্রিশ বছর। বাবা ছেলেকে ফোন করল, ‘আমি কি তোমার কাছে আসতে পারি?’

‘বাবা, এটা ঠিক দেখা করার সময় না।’ ছেলে ফোনের ওপার থেকে বলল।

‘আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। আমার মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিট দরকার। শুধু এইটুকু সময় হলেই চলবে। একবার এসো প্লিজ। তোমার সাথে গাড়িতে করে বের হব। তোমার সাথে কিছু ব্যাপারে কথা বলার আছে।’ বাবা বলল।

'আহ! ঠিক আছে।' একরাশ বিরক্ত নিয়ে ছেলে ফোন রাখল।

বাবা এসে গাড়িতে উঠে ছেলেকে নিয়ে একটি পার্কে গেলেন। ছেলে মহা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এসব কী বাবা? কী বলতে চান, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার কাজ আছে।'

'আমার সাথে একটু হাঁটবে প্লিজ?' বাবার কণ্ঠে করুণ আকুতি।

হাঁটতে হাঁটতে বাবা এক গাছের ডালে একটি কাক দেখতে পেলেন। বাবা বললেন, 'বাবা এটা কী'?

'বাবা তুমি কি সত্যিই জানতে চাও? এটা একটা কাক।' ছেলে উত্তর দিলো।

'ও! আচ্ছা। এটা কী?' বাবা আবার প্রশ্ন করল।

ছেলে চোখমুখ কটমট করে বলল, 'এটা কি একটা খেলা? আমার কাজ আছে। ঠিক আছে। এটা একটা কাক। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? আমি গত মাসে আপনাকে নতুন চশমা এনে দিয়েছি। আমার সাথে তবে এরকম হচ্ছে কেন? বাবা, আপনি কেন এত জটিল প্রকৃতির, তা আমি বুঝতে পারছি না? সমস্যাটা কোথায়? জাস্ট বলুন, কী চান। আমি ব্যস্ত, ঠিক আছে?'

বাবা তার ডায়েরির পাতা খুলে বললেন, 'ঠিক এরকম একটা ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল। আমরা সেদিন এই পার্কে হাঁটছিলাম। তুমি একটি কাক দেখেছিলে। সেদিন তুমি ত্রিশ বার আমাকে এই কাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে এবং প্রতিবার আমি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম। আর এখন তুমি দ্বিতীয়বারও উত্তর দিতে পারছ না!'

দুই

আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন। মা-বাবা আমাদের জন্য কী করেছেন, আর আমরা এখন তাদের জন্য কী করছি।

এমন অনেক মাতা-পিতা আছেন, যখন তাদের সন্তান হাসপাতালে ইনকিউবেটরে থাকে, তারা ছোট্ট গ্লাসের বাক্সের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হাসপাতালে শুধু দাঁড়িয়েই থাকেন। কখনো বসেন না। ভেন্ডিং মেশিনের খাবার দিয়েই তাদের জীবন চলছে। আর ঠিক এই সন্তানই বড়ো হলে, ফোন করে খবর নেওয়ারও সময় হয় না। কত মা তার সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে গিয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায়। আর এখন তার ফোনের উত্তর দেওয়াও অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন তাঁকে কী দিচ্ছেন? সারা দিনে দুই মিনিটের মতো সময়! তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা অন্তত ভাবার বোধ তাকে দিন।

একটা সময় আপনি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, আর এখন তিনিই আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন। এটা কতটা ন্যায্য বিচার? তারা মনে মনে প্রতিদিন এই যন্ত্রণা বয়ে বেড়ায়, আমি আমার সন্তানের কাছে কিছুই না। আমি তাদের কাছে কিছুই না। আমি তাদের কাছে মূল্যহীন। আমার জন্য তাদের হাতে কোনো সময় নেই।

যার কদর করি, আমরা তাকেই সময় দিই। আপনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সময় কাটান। নিজের মতো করে থাকেন। মা-বাবাকে সময় দেন না। এই বদ অভ্যাসটা আপনিই বাড়তে দিয়েছেন। আর সময়ের সাথে সাথে তা শুধু আরও খারাপ হয়েছে।

আমাদের পিতা-মাতা অনেক অনেক বেশি আবেগ প্রবণ। তারা অনেক কিছুই চেপে রাখেন। নিজে মা-বাবা না হলে এটা বুঝতে পারবেন না। আপনার বয়স ষাট হলেও আপনি তাদের কাছে শিশু। তারা এখনও মনে করতে পারে, আপনার ময়লা ন্যাপি পরিষ্কার করার কথা। আপনাকে দুধ খাওয়ানোর কথা, কীভাবে ঢেকুর তুলেছেন, পেছনের সিটে বসানোর পর কীভাবে আপনাকে পরিষ্কার করেছে, খাইয়েছে, আরও কত কী। আপনার কিছুই মনে নেই। তাদের আছে। আমার সন্তানও এটি মনে রাখবে না।

গাড়িতে চলতে চলতে বাচ্চারা বলে উঠবে, আব্বু আব্বু টয়লেটে যাব, টয়লেটে যাব। বলতে বলতেই হয়তো... এই বাচ্চাই একদিন যখন গ্রাজুয়েশন করে বিয়েটা করবে, তখন আর এটা মনে রাখবে না। কিন্তু আমি কখনো ভুলে যাব না। আমি ভুলব না, তাকে কীভাবে বাথরুমে নিয়েছি, তাকে পরিষ্কার করেছি, জামা পরিয়েছি।

সে বলেছিল আব্বা, এই স্পাইডারম্যান পোশাকটি পরিয়ে দিন। আমার সন্তান এর কিছুই মনে রাখবে না। আমি রাখব। আমি মনে রাখব। এই একই শিশু যখন পিতাকে একদিন বলে, 'বাবা আমি ঠিক তোমাকে বুঝি না, আমার হাতে একদম সময় নেই'। এটা আসলেই তাকে দুঃখ দেয়। ঠিক এ আচরণটাই আমি-আপনি আমাদের মাতা-পিতার সাথে করি। তারা ছিল আমাদের লাইফ সাপোর্ট। আমাদের জন্য তারা তাদের জীবন দিয়েছেন, তাদের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের ছুটি এবং বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। আপনি জানেন সেটা? আমি এটা এখন জানি। তখন আমি তা জানতাম না। আপনি আসার আগ পর্যন্ত তাদের জীবনের এক ধরনের পরিকল্পনা ছিল। আর আপনি আসার পর আপনিই হয়েছেন তাদের পরিকল্পনা। আপনিই তাদের সবকিছু। এখন একটা কিছু আপনার মনমতো না হলেই আপনি রেগে যান। আপনি কিছুই শুনতে চান না। তাদের সাথে চিৎকার করে কথা বলেন।

তারা আপনার জন্য কী করেছে আর আপনি তাদেরকে কী ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এটা খুবই অন্যায়। খুবই অসমীচীন। 'আমার বাবা এত বিরক্তিকর, আমার মা এই, তারা সব সময় রাগী, তারা কখনো সুখী নয়, তারা এই, তারা সেই...'

কিন্তু আপনি কী? আপনার অবস্থা কী? আমি আপনাদেরকে বলছি। আমি সবসময় এটা বলার সুযোগ পাই না। যদি আপনি আপনার মা-বাবার দুআ না পান, আপনার জীবনের কোনো কিছুই ভালো হবে না। আমি আবারও বলছি, আপনার জীবনের কোনো কিছুই ভালো হবে না।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

‘তাঁর নিদর্শনাবলির মাঝে আরেকটি হলো : তোমাদের জন্য স্ত্রীদের তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের মাঝে তোমরা শান্তি খুঁজে পাও। এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে তৈরি করেছেন সম্প্রীতি ও দয়া। চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই এর মাঝে নিদর্শন আছে।’ সূরা আর-রূম : ২১

কুরআনের সবগুলো আয়াতই সুন্দর। তবে এটা যেন এক কাঠি বেশিই সুন্দর। বিবাহিতরা এই আয়াতের প্রয়োগ খুব বেশি করে খুঁজে পাবেন।

আল্লাহ তায়ালা বললেন, তিনি আপনাদের মধ্যে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ‘মাওয়াদ্দা’ তথা প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং ‘ওয়া রাহমা’ তথা দয়া-মায়া দান করেছেন। কারণ, বিয়ের প্রথম দিকে ভালোবাসা প্রগাঢ় থাকে। আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে মুগ্ধ থাকেন। তখন আপনি অন্য কিছুর কথা আর চিন্তা করতে পারেন না। আপনার বন্ধুরা যখন আপনাকে কল দেয়, তারা সরাসরি ভয়েস মেইল-এ যায়। আপনি সদ্য বিবাহিত। ছ মাস ধরে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

বিয়ের বয়স যত বাড়ে, আপনাদের বিবাহিত জীবন তখন কীসে চাঙা রাখে? এটা কি আগের মতো থাকে? না; বরং তখন অন্যান্য দায়িত্ব নিতে হয়, বাচ্চা হয়। কাজের ব্যস্ততার কারণে সম্পর্ক আর মধুর থাকে না। তাহলে কীভাবে আপনার দাম্পত্য জীবন বজায় রাখবেন? দুজনের প্রতি দুজনার অনুগ্রহ থাকতে হবে। একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

একবার উমর (রা.)-এর কাছে এক লোক এলো। সে বলল, ‘আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই।’

তিনি বললেন, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাও কেন?’

কারণ, ‘তাকে আর আকর্ষিত মনে হয় না, তাই আমি আর তাকে ভালোবাসি না।’ উমর (রা.) বললেন, ‘সৌজন্যতার কী অবস্থা তোমার? স্ত্রীর প্রতি উদারতার কী হলো? সে কি তোমার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না? সে কি তোমার দেখভাল করছে না?’